সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৪১৮
WEEKLY BOOKLET:418

আরবায়িনে আত্তার

পর্ব: ৩

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর
কলম মোবারকে লিখিত ৪০টি হাদীসে মোবারকা

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী

মালফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত (পর্ব: ২৫০)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط

আরবায়িনে আত্তার

(পর্ব: ৩)

দোয়ায়ে আত্তার: হে আল্লাহ পাক! যে ব্যক্তি এই পুস্তিকা **"আরবাইনে আত্তার (পর্ব: ৩)"** পড়ে নিবে বা শুনবে, তাকে আপন প্রিয় শেষ নবী রাসূরে আরবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে জান্নাতে প্রতিবেশীত্ব হওয়ার সৌভাগ্য দান করুন। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

সর্বশেষ নবী রাসূলে আরবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার সেই দরূদ শরীফ যখন আমার কাছে পৌঁছায় তখন আমি তার জন্য রহমতের দোয়া করি এবং এছাড়াও তার জন্য ১০টি নেকী লেখা হয়।"

(আল মু'জামুল আওসাত, ১/৪৪৬, হাদীস: ১৬৪২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রথমে এটি পড়ুন

আমীরে আহলে সুন্নাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মাদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বিভিন্ন

www.dawateislami.net

বিষয়ে হাদীস শরীফ লিখে প্রদান করতেন। সেগুলোকে একত্রিত করে প্রথম দুটি আরবাইনে আত্তার (পর্ব-১ এবং পর্ব-২)-এর মতো পর্ব-৩ প্রকাশ করা হচ্ছে। পরিস্থিতির উপযুক্ততায় কিছু হাদীস শরীফের ব্যাখ্যাও বিভাগ থেকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যাতে পাঠকদের জন্য হাদীস শরীফের অর্থ ও মর্মার্থ বোঝা সহজ হয়। এই রিসালাটিও আমীরে আহলে সুন্নাতের কলমে লেখা হাদীস শরীফ এবং "সাপ্তাহিক রিসালা অধ্যয়ন" বিভাগ থেকে এই হাদীস উপস্থাপন কম্পোজিংসহ প্রকাশ করা হচ্ছে।

যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা জান্নাতে প্রবেশ করো

সর্বশেষ নবী রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী: "আমার উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি ৪০টি হাদীস মুখস্থ করবে, যার মাধ্যমে আল্লাহ পাক তাকে লাভবান করবেন, তাকে বলা হবে: 'জান্নাতের যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করো।'" **(আল-ইলালুল মুতানাহিয়্যা লি ইবনে জাওযী, ১/১১৯, হাদীস: ১৬২))**

আরেকটি হাদীস শরীফে রয়েছে যে, আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উম্মত পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য দ্বীন সম্পর্কিত 'চল্লিশটি হাদীস' মুখস্থ করবে, আল্লাহ পাক তাকে কিয়ামতের দিন আলিমে দ্বীন হিসেবে উঠাবেন, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো এবং তার পক্ষে সাক্ষী দিবো।"

(মিশকাতুল মাসাবীহ, ১/৬৮, হাদীস:২৫৮)

চল্লিশটি হাদীসই কেন?

হযরত শেখ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীস শরীফের ব্যাখ্যায় লিখেছেন: ওলামায়ে কেরাম বলেন যে, হুযুর নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইরশাদের উদ্দেশ্য হলো, মানুষের কাছে চল্লিশটি

www.dawateislami.net

হাদীস পৌঁছানো, যদিও তা মুখস্থ না থাকে এবং এর অর্থও তার জানা না থাকে। এই হাদীস শরীফের কারণে পূর্ববর্তী অনেক বড় বড় ওলামায়ে কেরাম প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শাফায়াতের প্রত্যাশী হতে এবং মানুষকে আশাবাদী বানাতে আরবাইনাত (অর্থাৎ চল্লিশটি হাদীসের সংকলন) রচনা করেছেন। শেখ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজের সম্পর্কে বিনয় ও নম্রতার সাথে লেখেন: ফকীর-নগন্য আমিও "চেহেল অর্থাৎ চল্লিশ হাদীস"-এর একটি সংকলন তৈরি করেছি। ইলমে হাদীসের খেদমত ও পাঠদানের পর সর্বপ্রথম যে সংকলন তৈরির সামর্থ্য আমি লাভ করেছি তা হলো "আরবাইন" (অর্থাৎ চল্লিশটি হাদীস)।

(আশিয়াতুল লুম'আত (উর্দু), ১/৫১৭)

আল্লাহ করীম তাঁর দয়া ও অনুগ্রহে এই কিতাবকে আমাদের পীর ও মুর্শিদ আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه, তাঁর পিতা-মাতা এবং যারা এই কিতাবে কাজ করেছেন, তাঁদের সকলের জন্য বিনা হিসাবে ক্ষমা ও প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুপারিশ লাভের মাধ্যম বানিয়ে দিক।

اٰمین بِجاہِ خاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

সালাম, আরয গুযার

মদীনায়ে পাক ও জান্নাতুল বাক্বীতে বিনা হিসাবে ক্ষমার প্রত্যাশী

আবু মুহাম্মাদ তাহির আত্তারী মাদানী عُفِیَ عنهٗ

২০ মুহাররম শরীফ ১৪৪৭ হিজরী / ১৬ জুলাই ২০২৫

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

আরবায়িনে আত্তার

(পর্ব: ৩)

(১)

فَاطِمَةُ بِضْعَةٌ مِنِّيْ فَمَنْ اَغْضَبَهَا اَغْضَبَنِيْ

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "ফাতেমা আমার (দেহের) টুকরা, যে তাকে অসন্তুষ্ট করলো, সে আমাকে অসন্তুষ্ট করলো।"

(বুখারী, ২/৫৫০, হাদীস: ৩৭৬৭)

হাদীসের ব্যাখ্যা: হযরত আল্লামা আলী কারী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন: অর্থাৎ "ফাতেমা আমার শরীরের অংশ।"

(মিরকাতুল মাফাতীহ, ১০/৫১৪, ৬১৩৯ নং হাদীসের পাদটীকা)

(২)

اَفْضَلُ الصِّيَامِ ، بَعْدَ رَمَضَانَ ، شَهْرُ اللّٰهِ الْمُحَرَّمُ

হুযুর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "রমযান মাসের পর সর্বোত্তম রোযা হলো আল্লাহ পাকের মাস মুহাররমের রোযা।"

(মুসলিম, পৃষ্ঠা:৪৬৫, হাদীস:২৭৫৫)

হাদীসের ব্যাখ্যা: মুহাররম শরীফ নতুন ইসলামী (আরবী) বছরের প্রথম মাস, এবং এখনো এই বছরের রমযান শরীফের মাস আসেনি, যখন

www.dawateislami.net

নতুন বছরের সূচনা রোযার মাধ্যমে হবে, যা সর্বোত্তম আমলগুলোর মধ্যে অন্যতম, যার সম্পর্কে নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: রোযা হলো আলো। সুতরাং, যখন মানুষ তার বছর আলোর মাধ্যমে শুরু করবে, তখন সে বাকি বছরও সেই আলোতেই অতিবাহিত করবে।

(আল-মুফহিমু লিমা আশকালা মিন তালখীসি, কিতাবি মুসলিম, ৩/২৩৫,১০৩২ নং হাদীসের পাদটীকা)

মুহাররমকে আল্লাহর মাস বলা হয়েছে, অর্থাৎ আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের মাস। কারণ যে আল্লাহর বান্দা হয়ে যায়, সে আল্লাহরই হয়ে যায়। আর যে দিন বা যে মাসে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে, তাতে ইবাদত করা উত্তম। তাই রবিউল আউয়ালের বারো তারিখ, রবিউল আখির এগারো তারিখ, রজবের সাতাশ তারিখ—এগুলো উত্তম তারিখ এবং এগুলোতে ইবাদত, রোযা, নফল নামায, মীলাদ শরীফ ইত্যাদি করা অনেক উত্তম। **(মিরাতুল মানাজীহ, ৩/১৭৯)**

(৩)

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهٗ بَوَآئِقَهٗ

প্রিয় নবী হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যার প্রতিবেশী তার অনিষ্টতা থেকে নিরাপদ নয়।" **(মুসলিম, পৃষ্ঠা:৪৮ হাদীস:১৭২)**

হাদীসের ব্যাখ্যা: এখানে প্রতিবেশী বলতে ঘরের পাশের প্রতিবেশী এবং কাজকর্মের সঙ্গী উভয়ই হতে পারে। তাদের প্রত্যেকের অধিকার সম্পর্কে খেয়াল রাখা জরুরি এবং সাধারণ মুসলমানের তুলনায় তাদের কষ্ট দেওয়া অধিক হারাম ও গুনাহর কাজ।

www.dawateislami.net

জান্নাতে প্রবেশ না করার দুটি অর্থ রয়েছে: (১) যে ব্যক্তি প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া হালাল মনে করে, যদিও সে জানে যে, শরীয়ত একে হারাম করেছে, তবে এমন ব্যক্তি (হারামকে হালাল মনে করার কারণে) কাফের এবং সে কখনও জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (২) যে ব্যক্তি প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়াকে গুনাহ মনে করে কিন্তু এই গুনাহে লিপ্ত থাকে, তার শাস্তি হলো সে ঐসময় জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যখন সফলকাম ব্যক্তিদের জন্য তা খুলে দেওয়া হবে, বরং তাকে কিছু সময়ের জন্য আটকে রাখা হবে। এরপর হয়তো তাকে শাস্তি দেওয়া হবে অথবা আল্লাহ পাক তাকে ক্ষমা করে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। অথবা যে ব্যক্তি প্রতিবেশীর হক আদায় করে, সে তাদের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে না বা তাকে সেই বিশেষ জান্নাতে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না যা প্রতিবেশীর হক আদায়কারীদের জন্য তৈরি করা হয়েছে। **(শারহু সহীহি মুসলিমিন লিন নববী, ২/১৭, আল-মুফহিমু লিমা আশকালা মিন তালখীসি কিতাবি মুসলিমিন, ১/২২৮, ৩৭ নং হাদীসের পাদটীকা,)**

(৪)

لَا تُظْهِرِ الشَّمَاتَةَ لِاَخِيْكَ فَيَرْحَمَهُ اللّٰهُ وَيَبْتَلِيْكَ

নবী করীম রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "তোমার ভাইয়ের বিপদে আনন্দ প্রকাশ করো না, কারণ আল্লাহ পাক তার উপর রহম করবেন এবং তোমাকে সেই বিপদে ফেলে দেবেন।"

(তিরমিযী, ৪/২২৭, হাদীস: ২৫১৪)

হাদীসের ব্যাখ্যা: হযরত আল্লামা আলী কারী হানাফী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন: তোমার কোনো শত্রুবা মুসলিম ভাইয়ের দ্বীনী, দুনিয়াবী বা আর্থিক বিপদে খুশি হয়ো না, কারণ হতে পারে যে, তোমার নিজেকে সেই

www.dawateislami.net

(বিপদে পতিত) ব্যক্তির চেয়ে ভালো ও উচ্চ মর্যাদার মনে করার কারণে আল্লাহ পাক তোমাকে লজ্জিত করার জন্য তার উপর দয়া করবেন। কিছু ব্যাখ্যায় আছে: তাকে আরোগ্য দান করবেন এবং তোমাকে পরীক্ষায় ফেলবেন। **(মিরকাতুল মাফাতীহ,৮/৫৯৭, হাদীস:৪৮৫৬) (শারহু মাসাবীহিস সুন্নাহ, ৫/২৫৪, হাদীস: ৩৭৮৪)**

(৫)
ঘরে যেন শান্তি বজায় থাকে

ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ ضَامِنٌ عَلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ: وَرَجُلٌ دَخَلَ بَيْتَهُ بِسَلَامٍ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ۔

সর্বশেষ নবী রাসূলে আরবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "তিন ব্যক্তি এমন, যাদের দায়িত্ব আল্লাহ পাক নিয়েছেন, (তাদের মধ্যে তৃতীয়) হলো সেই ব্যক্তি যে নিজের ঘরে সালাম দিয়ে প্রবেশ করে।"

(আবু দাউদ, ৩/১২, হাদীস:২৪৯৪)

হাদীসের ব্যাখ্যা: এর ব্যাখ্যায় এটাও বলা হয়েছে যে, এর দ্বারা ঘরে শান্তি, রিযিকে বরকত এবং নেক আমলের তৌফিক লাভ হয়। **(মিরাতুল মানাজীহ, ১/৪৪৮)** যখন কোনো ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ করে এবং তার ঘরের লোকদের সালাম দেয়, তখন আল্লাহ পাক তাকে বরকত এবং অনেক বেশি সাওয়াব দান করেন। এটাও বলা হয়েছে যে, এর অর্থ হলো যখন সে তার ঘরে প্রবেশ করবে, তখন (বিনা প্রয়োজনে) বাইরে বের হবে না, যাতে সে (বাইরের বিপদ ও মুসিবত থেকে) নিরাপদ থাকে।

(মিরকাতুল মাফাতীহ, ২/৪৩২, ৪৩২ নং হাদীসের পাদটীকা,)

www.dawateislami.net

(৬)

لَيْسَ مِنْكُنَّ اِمْرَاَةٌ تَحَلّٰى ذَهَبًا تُظْهِرُهُ، اِلَّا عُذِّبَتْ بِهٖ

হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "তোমাদের মধ্যে যে কোনো নারী সোনার অলঙ্কার পরে তা প্রকাশ করবে, তাকে এর কারণে আযাব দেওয়া হবে।" **(আবু দাউদ, ৪/১২৬, হাদীস: ৪২৩৭)**

হাদীসের ব্যাখ্যা: অর্থাৎ পরপুরুষদের (যাদের সাথে চিরস্থায়ীভাবে বিবাহ হারাম নয়) সামনে নিজের সৌন্দর্য ও অলঙ্কার প্রদর্শন করা, অন্যদের দেখানোর জন্য বা গর্ব ও অহংকারের জন্য দেখানো, অথবা গরীব নারীদের গর্বের সাথে দেখিয়ে তাদের কষ্ট দেওয়া। **(মিরাতুল মানাজীহ, ৬/১৩৮)**

(৭)

اَلنَّظَرُ اِلٰى وَجْهِ عَلِيٍّ عِبَادَةٌ

প্রিয় নবী রাসূলে আরবী হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "আলীউল মুরতাযাকে দেখা ইবাদত।"

(আল-মুসতাদরাক, ৪/১১৭৮, হাদীস: ৪৭৩৭)

(৮)

اَلدُّعَآءُ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ

নূর নবী রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "দোয়া মু'মিনের হাতিয়ার।" **(আল-মুসতাদরাক, ২/১৬২, হাদীস: ১৮৫৫)**

হাদীসের ব্যাখ্যা: মু'মিন দোয়ার মাধ্যমে তার বিপদ-আপদকে সেভাবেই দূর করে এবং তার চিকিৎসা করে, যেভাবে সে হাতিয়ারের

www.dawateislami.net

মাধ্যমে তার শত্রুকে দূর করে। মু'মিনের দোয়ার সাথে বিপদের তিনটি অবস্থা হতে পারে: (১) দোয়া বিপদ থেকে বেশি শক্তিশালী হলে তা বিপদকে দূর করে দেয়। (২) দোয়া বিপদ থেকে দুর্বল হলে বিপদ বান্দার উপর এসে পড়ে, কিন্তু কখনো দোয়ার বরকতে বিপদের তীব্রতা কমে যায়। (৩) দোয়া এবং বিপদ উভয়ই পরস্পর লড়াই করে, তখন তাদের মধ্যে প্রত্যেকে একে অপরকে বাধা দেয়।

আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দোয়াকে হাতিয়ারের সমতুল্য বলে এই বিষয়টি প্রকাশ করেছেন যে, হাতিয়ারের উপকার কেবল তার ধারালো হওয়ার উপর নির্ভর করে না, বরং তার প্রভাব এবং তার ব্যবহারকারীর উপরও নির্ভর করে।

যখন হাতিয়ার সম্পূর্ণ হয়, তাতে কোনো ত্রুটি না থাকে, আঘাতকারী শক্তিশালী হয় এবং কোনো বাধা না থাকে, তখন শত্রুর উপর বিজয় অর্জিত হয়।কিন্তু যদি এই তিনটির মধ্যে কোনো একটিরও অভাব থাকে, তবে প্রভাব কমে যায়। একইভাবে, যদি দোয়া করার সময় পূর্ণ মনোযোগ না থাকে বা কবুলিয়াতের পথে কোনো বাধা থাকে, তবে দোয়ার প্রভাব প্রকাশ হয় না। আর যখন দোয়া নিজেই সঠিক না হয় এবং দোয়া প্রার্থনাকারী মনোযোগ সহকারে দোয়া না করে, অথবা সেখানে দোয়া কবুল হওয়ার পথে অন্য কোনো বাধা পাওয়া যায়, তখন দোয়ার কবুলিয়াতের প্রভাব প্রকাশ হয় না। **(ফয়যুল কাদীর, ৩/৭২২, ৪২৫৮ নং হাদীসের পাদটীকা)**

www.dawateislami.net

(৯)

كُلُّ الذُّنُوْبِ يُؤَخِّرُ اللّٰهُ مَا شَآءَ مِنْهَا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اِلَّا عُقُوْقَ الْوَالِدَيْنِ

فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يُعَجِّلُهٗ لِصَاحِبِهٖ فِي الْحَيَاةِ قَبْلَ الْمَمَاتِ۔

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "আল্লাহ পাক চাইলে সব গুনাহের শাস্তি কিয়ামতের দিনের জন্য স্থগিত রাখেন, কিন্তু পিতা-মাতার অবাধ্যতার শাস্তি জীবিত অবস্থাতেই দিয়ে দেন।" **(আল-মুসতাদরাক, ৫/২১৬, হাদীস: ৭৩৪৫)**

হাদীসের ব্যাখ্যা: হযরত আল্লামা আলী কারী হানাফী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন: পিতা-মাতার অবাধ্য ব্যক্তির শাস্তিকে কিয়ামত পর্যন্ত স্থগিত করা হয় না, বরং সেই অবাধ্য ব্যক্তিকে মৃত্যুর আগে তার নিজের জীবনে বা পিতা-মাতার জীবনে শাস্তি দেওয়াও উদ্দেশ্য হতে পারে।

(মিরকাতুল মাফাতীহ, ৮/৬৭৯, ৪৯৪৫ নং হাদীসের পাদটীকা)

(১০)

مَنْ اَنْفَقَ زَوْجاً مِنْ مَالِهٖ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ دَعَتْهُ خَزَنَةُ الْجَنَّةِ يَا مُسْلِمُ هٰذَا خَيْرٌ هَلُمَّ اِلَيْهِ

হুযুর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে কোনো জিনিসের জোড়া খরচ করবে, তাকে জান্নাতের দারোয়ানরা এভাবে ডাকবে: হে মুসলমান! এই দরজাটি উত্তম, এদিকে এসো!"

(আল-মুসনাদ লিল ইমাম আহমদ, ৩/২৯৫, হাদীস: ৮৭৯৮)

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন: "উত্তম হলো এটাই যে, সদকায় (অর্থাৎ খয়রাতে) যা দেবে, তা জোড়ায় দেবে, যেমন হাদীস শরীফে এসেছে–সোনা, যেমন দুটি পয়সা, দুটি রুটি..."

(ফাতাওয়ায়ে-রযবিয়া ৭/৬৩৯)

www.dawateislami.net

(১১)
সারা পৃথিবী জুড়ে সোনা

لَوْ اَنَّ رَجُلًا صَامَ يَوْمًا تَطَوُّعًا، ثُمَّ اُعْطِيَ مِلْءَ الْاَرْضِ

ذَهَبًا لَمْ يَسْتَوْفِ ثَوَابَهُ دُوْنَ يَوْمِ الْحِسَابِ

আল্লাহ পাকের আখিরী নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যদি কেউ একদিন নফল রোযা রাখে এবং তাকে সারা পৃথিবী জুড়ে সোনাও দেওয়া হয়, তবুও তার সাওয়াব পূর্ণ হবে না, তার সাওয়াব তো কিয়ামতের দিনই মিলবে।" **(মুসনাদু আবী ইয়া'লা, ৫/৩৫৩, হাদীস: ৬১০৪)**

(১২)

اِذَا صَلّٰى ثُمَّ جَلَسَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلّٰى فِيْهِ،

لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ: مَا لَمْ يُحْدِثْ اَوْ يَقُمْ

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে বান্দা নামায পড়ে যতক্ষণ পর্যন্ত সেই জায়গায় বসে থাকে, ফেরেশতারা তার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করতে থাকে,[১] যতক্ষণ না সে ওযু ভঙ্গ করে বা উঠে দাঁড়ায়।" **(মুসনাদু আবী ইয়ালা, ৫/৪৬৯, হাদীস: ৬৪৩২)**

---

১. ফেরেশতাদের মাগফিরাতের দোয়া সেই (বসে থাকা ব্যক্তির) জন্য এই: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهٗ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ (অর্থাৎ: হে আল্লাহ পাক! তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও, হে আল্লাহ পাক! তুমি তার উপর দয়া করো।)

www.dawateislami.net

(১৩)

ক্ষমা থেকে বঞ্চিত

تُعْرَضُ الْاَعْمَالُ عَلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ،

فَيَغْفِرُ اللهُ اِلَّا مَا كَانَ مِنْ مُشَاحِنَيْنِ، اَوْ قَاطِعِ رَحِمٍ ۔

প্রিয় নবী রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "সোমবার ও বৃহস্পতিবার আল্লাহ পাকের দরবারে মানুষের আমল পেশ করা হয়, তখন আল্লাহ পাক পারস্পরিক শত্রুতা ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীদের ছাড়া বাকি সকলকে ক্ষমা করে দেন।" **(আল-মু'জামুল কাবীর, ১/১৬৭, হাদীস:৪০৯)**

হাদীসের ব্যাখ্যা: ইমাম হালীমী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমল লেখার ফেরেশতারা পরিবর্তিত হতে থাকে, ফেরেশতাদের একটি দল সোমবার শরীফ থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত থাকে, তারপর তারা আসমানের দিকে চলে যায় এবং দ্বিতীয় দলটি বৃহস্পতিবার থেকে সোমবার শরীফ পর্যন্ত থাকে এবং তারপর আসমানের দিকে উড়ে যায়। যখনই কোনো দল আসমানে তাদের স্থানে উপস্থিত হয়, তখন আমলনামায় তারা যা কিছু লিখেছে তা পাঠ করে। আল্লাহ পাকের দরবারে আমলনামা পেশ করার এই পদ্ধতিটি হয়, যদিও আল্লাহ পাক তাদের লেখা বা আমলনামা পড়ে শোনানোর মুখাপেক্ষী নন, কারণ তিনি মানুষের আমল সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জানেন। আল্লাহ পাক গুনাহগারদের গুনাহ ক্ষমা করে দেন, এই হাদীস এবং এর আগের হাদীসে ক্ষমা বলতে সগীরা (ছোট) গুনাহের ক্ষমা বোঝানো হয়েছে, কবীরা (বড়) গুনাহের নয়, কারণ কবীরা গুনাহের ক্ষমার জন্য তওবা আবশ্যক। **(আত-তাইসীরু বিশারহিল জামেইস সাগীর, ১/৪৫০)**

www.dawateislami.net

(১৪)

اَلْقَهْقَهَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَالتَّبَسُّمُ مِنَ اللّٰهِ۔

নূর নবী রাসূলে আরবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "কাহকাহা (অট্টহাসি) শয়তানের পক্ষ থেকে এবং মুচকি হাসি আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে।" **(আল-মু'জামুস সাগীর, ২/১০৪, হাদীস: ১০৫৩)**

মুচকি হাসি ও কাহকাহার সংজ্ঞা: এমন ভাবে হাসা যে, কেবল দাঁত প্রকাশ পায় কিন্তু আওয়াজ তৈরি হয় না, তা "তাবাসসুম" বা মুচকি হাসি (বলে)। আর এমনভাবে হাসা যে উচ্চ আওয়াজ তৈরি হয় এবং অন্যরাও শুনতে পায় এবং মুখ খুলে যায়, তাকে "কাহকাহা" (অট্টহাসি) বলে।

(মিরাতুল মানাজীহ, ৬/৪১০)

হাদীসের ব্যাখ্যা: অর্থাৎ শয়তান কাহকাহাকে (অট্টহাসিকে) পছন্দ করে এবং কাহকাহা দেয়ার জন্য উসকানি দেয়, আর আল্লাহ পাক তাবাসসুম (মুচকি হাসা) পছন্দ করেন। এবং আল্লাহ পাক মুচকি হাসা ব্যক্তির উপর অসন্তুষ্ট হন না এবং এটি আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام পদ্ধতি। **(ফয়যুল কাদীর, ৪/৭০৬, ৬১৯৬ নং হাদীসের পাদটীকা)**

(১৫)

গুনাহের ক্ষমা লাভ হয়

مَا انْتَعَلَ عَبْدٌ قَطُّ وَلَا تَخَفَّفَ وَلَا لَبِسَ ثَوْبًا لِيَغْدُوَ فِي طَلَبِ عِلْمٍ

اِلَّا غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ ذُنُوبَهُ حَيْثُ يَخْطُوْ عَتَبَةَ بَابِهٖ۔

প্রিয় নবী হুযুর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে বান্দা ইলমের সন্ধানে জুতো, মোজা বা কাপড় পরিধান করে, সে তার ঘরের

www.dawateislami.net

চৌকাঠ (অর্থাৎ দরজা) থেকে বের হতেই আল্লাহ পাক তার গুনাহ মাফ করে দেন।" **(আল-মু'জামুল আওসাত, ৪/২০৪, হাদীস: ৫৭২২)**

(১৬)

مَنْ اَرَادَ اَمْرًا فَشَاوَرَ فِيْهِ اِمْرَأً مُسْلِمًا وَفَّقَهُ اللهُ اَرْشَدَ اُمُوْرِهٖ۔

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি কোনো কাজের ইচ্ছা করে এবং তাতে কোনো মুসলমান ব্যক্তির সাথে পরামর্শ করে, আল্লাহ পাক তাকে সঠিক কাজের দিশা দান করেন।"

(আল-মু'জামুল আওসাত, ৬/১৫২, হাদীস: ৮৩৩৩)

(১৭)

اِنَّ اللهَ لَيَدْفَعُ بِالْمُسْلِمِ الصَّالِحِ عَنْ مِائَةِ اَهْلِ بَيْتٍ مِنْ جِيْرَانِهِ الْبَلَاءَ

নবী করীম রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "আল্লাহ পাক একজন সালেহ (নেক) মুসলমানের বরকতে তার প্রতিবেশীর ১০০টি ঘরের বিপদ (অর্থাৎ মুসিবত) দূর করে দেন।"

(আল-মু'জামুল আওসাত, ৩/১২৯, হাদীস: ৪০৮০)

হাদীসের ব্যাখ্যা: আল্লাহ পাক তাঁর দরবারে, সেই নেক বান্দার মাকাম ও মর্যাদা বা তার দোয়ার কারণে বিপদ দূর করে দেন। একশ (১০০) সংখ্যাটি আধিক্য বোঝানোর জন্য, কোনো নির্দিষ্ট সীমা নির্ধারণের জন্য নয়, কারণ প্রতিবেশীর যে সংখ্যা বর্ণনা করা হয় তা হলো চারদিকে চল্লিশ-চল্লিশ ঘর, যা একশ সংখ্যার চেয়ে বেশি।

(ফয়যুল কাদীর, ২/৩৩১, ১৭৯৪ নং হাদীসের পাদটীকা)

আরেক জায়গায় বর্ণিত রয়েছে যে, আল্লাহ পাক তাঁর যিকিরকারীদের বরকতে, যারা যিকির করে না ঐ ব্যক্তিদের থেকে,

www.dawateislami.net

নামাযীদের বরকতে, যারা নামায পড়ে না ঐ ব্যক্তিদের থেকে এবং রোযাদারদের বরকতে, যারা রোযা রাখে না ঐ ব্যক্তিদের থেকে বিপদ দূর করে দেন। **(আত-তাইসীরু বিশারহিল জামেইস সাগীর, ১/২৬১)**

(১৮)

ক্ষমা হয়ে যাবে

اَكْرِمُوا الْخُبْزَ فَاِنَّهٗ مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ، مَنْ اَكَلَ مَاسَقَطَ مِنَ السُّفْرَةِ غُفِرَلَهٗ

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "রুটির সম্মান কর, কারণ তা আসমান ও যমীনের বরকত থেকে আসে, যে ব্যক্তি দস্তরখানায় পড়ে যাওয়া রুটি তুলে খাবে, তার ক্ষমা হয়ে যাবে।" **(আল-জামেউস সাগীর, পৃষ্ঠা: ৮৮, হাদীস: ১৪২৬)**

হাদীসের ব্যাখ্যা: অর্থাৎ আল্লাহ পাক তার ছোট গুনাহগুলো ক্ষমা করে দেবেন এবং আযাব দেবেন না। **(ফয়যুল কাদীর, ২/১১৮, ১৪২৬ নং হাদীসে পাদটীকা)**

(১৯)

مَنْ دَعَا رَجُلًا بِغَيْرِ اِسْمِهٖ لَعَنَتْهُ الْمَلَآئِكَةُ

আখেরী নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে কেউ কোনো মুসলমানকে তার নাম ছাড়া অন্য কোনো শব্দে (অর্থাৎ খারাপ নামে) ডাকবে, তার উপর ফেরেশতারা লা'নত (অভিশাপ) প্রেরণ করে।"

(আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ, পৃষ্ঠা: ১৭৫, হাদীস:৩৯৫)

হাদীসের ব্যাখ্যা: অর্থাৎ খারাপ নামে বা এমন নামে ডাকা যা সে অপছন্দ করে, তার উপর ফেরেশতারা লা'নত প্রেরণ করে (অর্থাৎ নেক লোকদের সম্মান ও মর্যাদা থেকে দূরত্বের দোয়া করে)। তবে কাউকে

www.dawateislami.net

"ইয়া আব্দুল্লাহ" অর্থাৎ "হে আল্লাহর বান্দা" বলে ডাকার ক্ষেত্রে কোনো ক্ষতি নেই। **(ফয়যুল কাদীর, ৬/১৬৩, ৮৬৬৬ নং হাদীসের পাদটীকা)**

(২০)

اَدِّبُوْا اَوْلَادَكُمْ عَلٰى خِصَالٍ ثَلَاثٍ: حُبِّ نَبِيِّكُمْ، وَحُبِّ اَهْلِ بَيْتِهٖ، وَعَلٰى قِرَآءَةِ الْقُرْآن

নূর নবী রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "তোমাদের সন্তানদের তিনটি বিষয় শেখাও: তোমাদের নবীর ভালোবাসা, তাঁর আহলে বাইতের ভালোবাসা এবং কুরআনের তিলাওয়াত।"

(ইতহাফুল খিয়ারাতিল মাহরাহ বিযাওয়াইদিল মাসানীদিল আশারাহ, ১০/৩৮৬, হাদীস: ১০১০১)

হাদীসের ব্যাখ্যা: হযরত আল্লামা আব্দুর রউফ মুনাভী শাফেয়ী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: এই তিনটি গুণের গুরুত্বের কারণে বিশেষভাবে (এগুলোর) উল্লেখ করা হয়েছে। উদ্দেশ্য হলো সন্তানদের এই তিনটি গুণের অভ্যস্ত করে তোলা, যাতে তারা এগুলোর উপরই বড় হয় এবং সবসময় এগুলোর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। আর নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালোবাসা বলতে তাঁর প্রতি ঈমানী ভালোবাসা বোঝানো হয়েছে। এটি ওয়াজিব, কারণ তা দ্বীনের অনুসরণ (Follow) করতে উৎসাহিত করে। **(ফয়যুল কাদীর, ১/২৯২)**

(২১)

مَنْ خَزَنَ لِسَانَهٗ سَتَّرَ اللهُ عَوْرَتَهٗ وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهٗ كَفَّ اللهُ عَنْهُ عَذَابَهٗ

يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنِ اعْتَذَرَ اِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ قَبِلَ عُذْرَهٗ

শেষ নবী হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি তার জিহ্বাকে সংযত করবে, আল্লাহ (পাক) তার গোপনীয়তা রক্ষা

www.dawateislami.net

করবেন। যে তার ক্রোধকে দমন করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক তার থেকে তাঁর আযাব সরিয়ে নেবেন। আর যে আল্লাহ (পাক)-এর কাছে ক্ষমা চাইবে, আল্লাহ (পাক) তার ক্ষমা কবুল করবেন।"

(শু'আবুল ঈমান, ৬/৩১৫, হাদীস: ৮৩১১)

হাদীসের ব্যাখ্যা: যে মানুষের দোষ গোপন করেছে, আল্লাহ পাক মানুষ ও ফেরেশতাদের থেকে তার দোষ গোপন করে দেবেন। **(শারহুত তীবী, ৯/২৯৯, ,৫১২১ নং হাদীসের পাদটীকা (মিরকাতুল মাফাতীহ, ৮/৮৪৪ -৮৪৫, ৫১২১ নং হাদীসের পাদটীকা)**

(২২)

اَكْرِمُوْا اَصْحَابِيْ، فَاِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ۔

প্রিয় নবী রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "আমার সাহাবীদের সম্মান কর, কারণ তারা তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম লোক।"

(মিশকাতুল মাসাবীহ, ২/ ৪১৩, হাদীস: ৬০১২)

হাদীসের ব্যাখ্যা: প্রায় চারশ বছর আগের বুযুর্গ হযরত আল্লামা আলী কারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এই মহান বাণী উম্মতের জন্য যে, সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর সম্মান ও শ্রদ্ধা করা হোক। **(মিরকাতুল মাফাতীহ, ১০/৩৬২, ৬০১২ নং হাদীসের পাদটীকা)** যে সাহাবীগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাহচর্য পেয়েছেন, হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم থেকে ইলম ও আমল অর্জন করেছেন, হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কাছ থেকে প্রশিক্ষণ (তরবিয়ত) পেয়েছেন, তারা তো মানুষ কী, ফেরেশতাদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ হয়ে গেছেন। হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর জামাল (অর্থাৎ সুন্দর চেহারা)-এর উপর একটি নজর (সুদৃষ্টি) সেই কাজ করে যা সারাজীবনের নির্জন ইবাদতও করতে পারে না। তার (অর্থাৎ সাহাবীর) মতো কেউ হতে পারে না। **(মিরআতুল মানাজীহ, ৮/ ৩৪০)**

www.dawateislami.net

সাহাবী কাকে বলে: হযরত আল্লামা হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যে ভাগ্যবান ব্যক্তিরা ঈমানের অবস্থায় আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন এবং ঈমানের উপরই তাদের ইন্তেকাল হয়েছে, সেই ভাগ্যবানদের "সাহাবী" বলা হয়। **(নুখবাতুল ফিকর, পৃষ্ঠা: ১১১)**

(২৩)

اِنَّ اللهَ تَعَالٰى يُحِبُّ الشَّابَّ التَّآئِبَ

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যৌবনে তওবাকারী যুবক আল্লাহ পাকের মাহবুব (প্রিয়)।"

(কানযুল উম্মাল, ৪/৮৩, হাদীস: ১০১৮১)

হাদীসের ব্যাখ্যা: কারণ যৌবনে শাহওয়াত (কামনা)-এর প্রভাব বেশি থাকে এবং আকল (বিবেক) দুর্বল থাকে এবং গুনাহের কারণগুলো শক্তিশালী থাকে। তাই যখন কোনো যুবক গুনাহের শক্তি থাকা সত্ত্বেও তওবা করে, তখন আল্লাহ পাক তাকে ভালোবাসেন।

(আত-তাইসীরু বিশারহিল জামিইস সাগীর, ১/২৬৯)

(২৪)

مَنْ بَكٰى مِنْ خَشْيَةِ اللهِ غَفَرَ اللهُ لَهٗ۔

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের ভয়ে কাঁদে, আল্লাহ পাক তার ক্ষমা করে দেন।"

(কানযুল উম্মাল, অংশ: ৩, ২/৬৩, , হাদীস: ৬৯০৯)

হযরত আল্লামা মুহাম্মাদ বিন 'আল্লান শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আল্লাহ পাকের এমন ভয় যা খোদায়ী বিধানের পালন এবং মন্দ কাজ

www.dawateislami.net

থেকে বিরত রাখে। সুতরাং যার এমন ভয় থাকবে, সে জাহান্নামের আগুনে যাবে না, কারণ এটি দয়ালু প্রতিপালকের ওয়াদা।

(দালীলুল ফালিহীন, ২/৩৭৪, ৪৪৮ নং হাদীসের পাদটীকা)

(২৫)

اَلسَّخَآءُ شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ غُصْنٌ مِّنْ اَغْصَانِهَا

নবী করীম করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "সাখাওয়াত (দানশীলতা) জান্নাতের একটি বৃক্ষ এবং উসমান বিন আফফান তার ডালগুলোর মধ্যে একটি ডাল।" **(কানযুল উম্মাল, অংশ ১১. ৬/২৭৩, হাদীস: ৩২৪৮৯)**

(২৬)

لَا يَرٰى اِمرَؤٌمِنْ اَخِيْهِ سَيِّئَةً فَيَسْتُرُهَا عَلَيْهِ اِلَّا اُدْخِلَ الْجَنَّةَ۔

আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের কোনো দোষ দেখে তা গোপন করে, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে।" **(কানযুল উম্মাল, অংশ:২, ৩/১০৩, হাদীস: ৬৩৯৪)**

(২৭)

مَنْ وُّلِدَ لَهٗ مَوْلُوْدٌ ذَكَرٌ فَسَمَّاهُ مُحَمَّدًا حُبًّا لِيْ وَتَبَرُّكًا بِاِسْمِيْ فَاِنَّهٗ هُوَ وَمَوْلُوْدُهٗ فِي الْجَنَّةِ۔

প্রিয় নবী হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যার ঘরে পুত্র সন্তান জন্মায় এবং সে আমার ভালোবাসা ও আমার নামের বরকতের জন্য তার নাম 'মুহাম্মাদ' রাখে সে এবং তার পুত্র উভয়েই জান্নাতে যাবে।"

(জামউল জাওয়ামে', ৭/২৯৫, হাদীস: ২৩২৫৫)

www.dawateislami.net

(২৮)

اِذَا تَرَكَ الْعَبْدُ الدُّعَاءَ لِلْوَالِدَيْنِ فَاِنَّهٗ يَنْقَطِعُ عَنْهُ الرِّزْقُ

হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "বান্দা যখন পিতা-মাতার জন্য দোয়া করা ছেড়ে দেয়, তখন তার রিযিক বন্ধ হয়ে যায়।"

(জাম'উল জাওয়ামে', ১/২৯২, হাদীস: ২১৩৮)

আ'লা হযরতের পিতা মাওলানা নকী আলী খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ: পিতা-মাতার জন্য দোয়া "সুন্নাতে কদীমা" (প্রাচীন সুন্নাত) অর্থাৎ পুরনো তরিকা, যা হযরত নূহ عَلَيْهِ السَّلَام এর সময় থেকে চালু আছে। আল্লাহ পাক তাঁর সম্পর্কে বলেন: (رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَ لِوَالِدَيَّ) **(পারা ২৯, নূহ: ২৮)** কানযুল ঈমানের অনুবাদ: "হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা করো এবং আমার পিতা-মাতাকে।" **(ফাযায়িলে দোয়া , পৃষ্ঠা: ৯০)**

(২৯)

فِيْ رَجَبٍ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، مَنْ صَامَ ذٰلِكَ الْيَوْمَ ، وَقَامَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ ،

كَانَ كَمَنْ صَامَ مِنَ الدَّهْرِ مِائَةَ سَنَةٍ، وَقَامَ مِائَةَ سَنَةٍ

وَهُوَ لِثَلَاثٍ بَقِيْنَ مِنْ رَجَبٍ۔

নূর নবী রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "রজব মাসে একটি দিন ও একটি রাত আছে, যে সেই দিনে রোযা রাখবে এবং সেই রাতে কিয়াম করবে (অর্থাৎ ইবাদত করবে), সে যেন ১০০ বছর রোযা রাখল এবং ১০০ বছর রাত্রি জাগরণ করলো, আর এটি রজবের ২৭ তারিখ।" **(ফাযায়িলুল আওকাত লিল-বাইহাকী, ২৩ পৃষ্ঠা, হাদীস:১২)**

www.dawateislami.net

(৩০)

اِنَّ اللّٰهَ لَيُكَفِّرُ عَنِ الْمُؤْمِنِ خَطَايَاهُ كُلَّهَا بِحُمّٰى لَيْلَةٍ

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী হুযুর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "আল্লাহ পাক এক রাতের জ্বরের কারণে মু'মিনের সমস্ত পূর্ববর্তী গুনাহ মিটিয়ে দেন।" **(আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, ৪/১৫৩, হাদীস: ৭৮)**

(৩১)

لَا يَقْبَلُ اللّٰهُ عَمَلًا فِيْهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ مِنْ رِيَآءٍ

নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "আল্লাহ পাক সেই আমল কবুল করেন না, যাতে সরিষার দানা পরিমাণও রিয়া (লোক দেখানো) থাকে।" **(আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, ১/৩৬, , হাদীস:২৭)**

(৩২)

وَالَّذِىْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ اِنَّ فِيْ غُبَارِهَا شِفَآءً مِّنْ كُلِّ دَآءٍ۔

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী রাসূলে আরবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "সেই সত্তার শপথ! যার কুদরতের হাতে আমার প্রাণ, নিশ্চয়ই মদীনার ধূলিকণায় প্রত্যেক রোগের শিফা রয়েছে।"

(আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, ২/১৪৯, হাদীস: ২৮)

হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত আছে যে, যখন রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: তাবুক যুদ্ধ থেকে ফিরে আসছিলেন, তখন তাবুকে অংশ নিতে না পারা কিছু সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان সাক্ষাৎ করতে এলেন। তাঁরা ধুলো উড়িয়েছিলেন। এক ব্যক্তি

www.dawateislami.net

তার নাক ঢেকে ফেললেন। নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তার নাক থেকে কাপড় সরিয়ে দিয়ে ইরশাদ করলেন: "সেই সত্তার শপথ, যার কুদরতের হাতে আমার প্রাণ! মদীনার মাটিতে প্রত্যেক রোগের শিফা রয়েছে।"

(জামিউল উসূল লি-ইবনিল জাওযী, ৯/২৯৭, হাদীস: ৬৯৯২)

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কিছু সাহাবীকে আদেশ দিয়েছিলেন যে তারা এই মাটি দিয়ে জ্বরের চিকিৎসা করুক। নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মদীনা পাকের ধুলোবালি নিজের চেহরায়ে আনোয়ার থেকে পরিষ্কার করতেন না এবং সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ ও তা থেকে (বারণ) করতেন এবং ইরশাদ করতেন যে, মদীনার মাটিতে শিফা রয়েছে। **(জাযবুল কুলুব, পৃষ্ঠা: ২২, ২৭)**

(৩৩)

مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ يٰسٓ فِيْ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ غُفِرَ لَهٗ۔

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি জুমার রাতে (অর্থাৎ বৃহস্পতিবার ও জুমার মধ্যবর্তী রাতে) সূরা ইয়াসীন তিলাওয়াত করবে, তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে।"

(আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, ১/২৯৮, হাদীস: ৪)

হাদীসের ব্যাখ্যা: উদ্দেশ্য হলো, তার সগীরা (ছোট) গুনাহগুলো ক্ষমা করে দেওয়া হবে। (অথচ কবীরা অর্থাৎ বড় গুনাহের জন্য তওবা জরুরি।) **(ফাতহুল কারীবিল মুজীব 'আলাত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, ৪/৭২০, ১১০০ নং হাদীসের পাদটীকা)**

www.dawateislami.net

(৩৪)

تَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْحِيْتَانُ حَتّٰى يُفْطِرُوْا

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "রমযানের রোযাদারের জন্য মাছেরা ইফতার পর্যন্ত ইস্তিগফার করতে থাকে।" **(আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, ২/৫৫, , হাদীস:৬)**

(৩৫)

রিয়াকারীর ক্ষতি

اِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ الْجَنَّةَ عَلٰى كُلِّ مُرَآءٍ۔

আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "আল্লাহ পাক প্রত্যেক রিয়াকারীর উপর জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন।"

(জামে'উল আহাদীস, ২/৪৭৬, হাদীস:৬৭২৫)

হাদীসের ব্যাখ্যা: হযরত আল্লামা মুহাম্মাদ আব্দুর রউফ মুনাভী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: অর্থাৎ রিয়াকারী মুসলমান প্রথমে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। **(ফয়যুল কাদীর, ২/৮৬, ১৭২৫ নং হাদীসের পাদটীকা)**

রিয়াকারীর সংজ্ঞা: "আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ইবাদত করা।" অর্থাৎ ইবাদতের উদ্দেশ্য এই হোক যে, মানুষ তার ইবাদত সম্পর্কে জানুক যাতে সে তাদের থেকে মাল (সম্পদ) অর্জন করতে পারে, অথবা মানুষ তার প্রশংসা করুক, বা তাকে নেককার মনে করুক, বা তাকে সম্মান দিক ইত্যাদি। রিয়াকারী ব্যক্তিকে 'রিয়াকার' বলা হয়। **(আয-যাওয়াজির, ১/৮৬)**

www.dawateislami.net

(৩৬)
অসুস্থতার ফযীলত

مَنْ مَرِضَ لَيْلَةً، فَصَبَرَ وَرَضِيَ بِهَا عَنِ اللهِ، خَرَجَ مِنْ ذُنُوْبِهٖ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ اُمُّهٗ

নবী করীম রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে এক রাত অসুস্থ থাকল, ধৈর্যধারণ করল এবং আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির উপর সন্তুষ্ট থাকলো, সে গুনাহ থেকে এমনভাবে মুক্ত হয়ে গেল যেন তার মা তাকে আজই জন্ম দিয়েছে।" **(নাওয়াদিরুল উসূল, ৬/১৯, হাদীস:১৩১৬)**

(৩৭)

فَاِنَّ مَرَضَ الْمُسْلِمِ يُذْهِبُ اللهُ بِهٖ خَطَايَاهُ، كَمَا تُذْهِبُ النَّارُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ وَالْفِضَّةِ

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "মুসলমানের অসুস্থতা তার গুনাহগুলোকে এমনভাবে দূর করে দেয়, যেমন আগুন লোহা ও রূপার ময়লা দূর করে দেয়।"

(মা'রিফাতুস সাহাবা, ৬/৩৫৩৬, , হাদীস:৭৯৯৫)

হাদীসের ব্যাখ্যা: যখন মু'মিন বান্দা অসুস্থতার উপর সবর করে এবং আল্লাহ পাকের কাছে সাওয়াবের আশা রাখে, তখন তাকে এই ফযীলত দান করা হয়। পক্ষান্তরে, যদি কাফের অসুস্থ হয় বা তার কোনো বিপদ আসে, তবে তার জন্য কোনো সাওয়াব নেই এবং তার কোনো আমলের কাফফারাও হয় না। নিঃসন্দেহে, অসুস্থতা ইত্যাদির মাধ্যমে মু'মিন বান্দার পরীক্ষা হয়, যেমন সোনা ও রূপাকে আগুনে ফেলে যাচাই করা হয়। যদি মু'মিন বান্দা অসুস্থতা ইত্যাদিতে সবর করে, তাহলে তার

www.dawateislami.net

গুনাহ দূর হয়ে যায়, যেমন সোনা ও রূপা আগুন সহ্য করলে তাদের মিশ্র ধাতু (অর্থাৎ ভেজাল) দূর হয়ে যায়।

(শারহু সুনানি আবী দাউদ লি-ইবনি রুসলান, ১৩/২৭৭, ৩০৯২ নং হাদীসের পাদটীকা)

(৩৮)
শিশু ও বৃদ্ধের পার্থক্য

حِفْظُ الْغُلَامِ كَالنَّقْشِ فِي الْحَجَرِ وَحِفْظُ الرَّجُلِ بَعْدَ مَا كَبُرَ كَالْكِتَابِ عَلَى الْمَآءِ

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "ছোট শিশুর মুখস্থ করা পাথরের উপর খোদাই করার মতো এবং বৃদ্ধ বয়সে কোনো কিছু মুখস্থ করা পানির উপর লেখার মতো।" **(আল-ফকীহ ওয়াল-মুতাফাক্কিহ, ২/১৮০, হাদীস: ৮২০)**

হাদীসের ব্যাখ্যা: আল্লামা আব্দুর রউফ মুনাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: বৃদ্ধ ব্যক্তির ইন্দ্রিয় দুর্বল হয়ে যাওয়ার কারণে তার মুখস্থ করার বিষয় সেভাবে মনে থাকে না, যেমন পানির উপর লেখা কিছু মনে থাকে না। পক্ষান্তরে, ছোট শিশুর স্মরণশক্তি ও বোঝার ক্ষমতা শক্তিশালী হওয়ার কারণে সে যা কিছু মুখস্থ করে, তা তার মনে এমনভাবে সংরক্ষিত হয়ে যায়, যেমন পাথরের উপর চিহ্ন সংরক্ষিত হয়ে যায়। কিছু লোকের মতে, শৈশবে জ্ঞান অর্জন করা পাথরের উপর খোদাই করার মতো, যদিও বৃদ্ধ বয়সে বুদ্ধি বেশি থাকে, কিন্তু বিভিন্ন কাজে ব্যস্ততা বেশি থাকে। (যেহেতু শিশুরা কাজ-কর্ম, উপার্জন ইত্যাদি থেকে মুক্ত থাকে, তাই তাদের মনে কথা দ্রুত এবং দীর্ঘ সময়ের জন্য থেকে যায়।)

(ফয়যুল কাদীর, ৩/৫১৫, ৩৭৩৩ নং হাদীসের পাদটীকা)

www.dawateislami.net

(৩৯)

চোখের ইশারায় ভয় দেখানো

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يُّشِيْرَ اِلٰى اَخِيْهِ بِنَظْرَةٍ تُؤْذِيْهِ۔

নূর নবী রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "কোনো মুসলমানের জন্য জায়েয নেই যে, সে অন্য মুসলমানের দিকে এমনভাবে চোখের ইশারা করে, যা তাকে কষ্ট দেয়।" **(ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন,৭/১৭৭)**

হাদীসের ব্যাখ্যা: কারণ মু'মিনকে শরয়ী অনুমতি ব্যতীত কষ্ট দেওয়া হারাম। এই হাদীস শরীফে এই দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে যে, যখন কষ্টদায়ক দৃষ্টিতে দেখাই হারাম, তখন যে কাজগুলো এর চেয়েও বড়, যেমন কোনো মুসলমানকে গালি দেওয়া বা মারা, সেগুলোর মন্দতা এর চেয়েও বেশি। **(ফয়যুল কাদীর,৩/৬৪৩, ৮১২৩ নং হাদীসের পাদটীকা)**

(৪০)

مَنْ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ فِيْ خَلَآءٍ لَا يَرَاهُ اِلَّا اللهُ وَالْمَلَآئِكَةُ كُتِبَ لَهٗ بَرَاءَةٌ مِّنَ النَّارِ۔

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি নির্জনে দুই রাকাত নামায পড়বে, যেখানে আল্লাহ পাক ও তাঁর ফেরেশতারা ছাড়া কেউ দেখবে না, তার জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্তি নামা লিখে দেওয়া হয়।" **(জাম'উল জাওয়ামে, ৭/২০০, হাদীস:২২৩৬৫)**

হাদীসের ব্যাখ্যা: হযরত আল্লামা আব্দুর রউফ মুনাভী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: তাকে (অর্থাৎ নির্জনে নফল নামায পড়া ব্যক্তিকে) আখেরাতে সেই আগুন থেকে বাঁচানো হবে, যার মাধ্যমে মুনাফিকদের

www.dawateislami.net

আযাব দেওয়া হবে, অথবা তার জন্য এই সাক্ষ্য দেওয়া হবে যে, সে মুনাফিক নয়। কারণ মুনাফিকরা যখন নামাযের জন্য দাঁড়ায়, তখন অত্যন্ত অলসতা ও ভারাক্রান্ত হৃদয়ে নামায পড়ে। এই বর্ণনা সেই (নফল) নামাযের ফযীলতের প্রমাণ, যা নির্জনে মানুষদের থেকে লুকিয়ে পড়া হয়, কারণ সেই নামায কবুলিয়াতের বেশি যোগ্য ও নিকটবর্তী।

(ফয়যুল কাদীর, ৬/২১৮, ৮৮০৮ নং হাদীসের পাদটীকা)

হযরত আল্লামা আলী বিন আহমদ বিন মুহাম্মাদ 'আযীযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: সম্ভবত আল্লাহ পাক এই নফল নামায পড়ার বরকতে (সেই বান্দাকে) সত্যিকারের তওবার তৌফিক দান করবেন অথবা তার গুনাহ মাফ করে দেবেন এবং তার (বিরোধীরা (যারা তার কাছে দাবি করে) সন্তুষ্ট হয়ে যাবে, সুতরাং তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না।

(আস-সিরাজুম মুনীর, ৪/৩০৬)

www.dawateislami.net

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৭৮১৩২৬

পুরাতন বাবুপাড়া ফয়যানে শাহজালাল মসজিদ নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৮৭৬৮৪৫০৩৪

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net